



154215 - মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদা জায়গা; বলিাপ করা হারাম

প্রশ্ন

মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদার হুকুম কী; যদি এ কান্নার সাথে গালে চপটোঘাত করা ও জামাকাপড় ছড়ো যুক্ত হয়; বিশেষতঃ কছি নারীদের পক্ষ থেকে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদা জায়গা; যদি এর সাথে বলিাপ , গালে চপটোঘাত করা...যুক্ত না হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ময়ে য়নব (রাঃ)-এর ছলে মৃত্যুতে কঁদেছেন। যমেনটি সহি বুখারীতে (১২৮৪) উসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছলাম। ইতোমধ্যে তাঁর এক ময়ে পক্ষ থেকে তাঁর কাছে লোক আসল; তার ছলে মারা যাচ্ছে। এজন্য তাঁকে ডাকার জন্য পাঠিয়েছেন...। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে গেলেন, তাঁর সাথে সাদ বনি উবাদা ও মুআয বনি জাবালও উঠে গেলেন। তখন শিশুটিকে তাঁর কাছে দয়া হলো। সে সময় শিশুটির প্রাণ ছটপট করছিল; যেনে সটোপানির মশকরে ভেতর। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রু সিক্ত হল। তা দেখে সাদ বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি কী? তিনি বললেন: এটি রহমত; যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মনে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াবানদের প্রতি দয়া করেন।”

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের কবর য়ারত করে কাঁদলেন এবং তাঁর পাশে যারা ছিল তাদেরকেও কাঁদালেন। এরপর বললেন: আমি আমার প্রভুর কাছে অনুমতি চেয়েছি মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার; কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। তখন আমি তাঁর কবর য়ারত করার অনুমতি চেয়েছি। তিনি আমাকে সে অনুমতি দিয়েছেন।”[সহি মুসলিম (৯৭৬)]

যদি কান্নার সাথে গালে চপটোঘাত করা, জামাকাপড় ছড়ো ও আল্লাহর তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টি যুক্ত হয়; তাহলে সটো নাজায়গে। যহেতে আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি গালে চপটোঘাত করে, জামাকাপড় ছড়ি এবং জাহলী য়মানার আর্তনাদ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”[সহি বুখারী (১২৯৪)]

নবী (রহঃ) বলেন:



“মরসিয়া-করন্দন, বলিাপ করা, গালচে চড় মারা, জামাকাপড় ছড়ি ফেলো, চহোরাতে খামচি মারা, চুল ছড়ো ও হায়হুতাশ করে আরতনাদ করা; এই সবকিছু মাযহাবরে আলমেদরে সর্বসম্মতকিরমে হারাম। জমহুর আলমে স্পষ্টভাবে হারাম বলছেন...। একদল আলমে হারাম হওয়ার মরমে ইজমা উদ্ধৃত করছেন।”[শারহুল মুহায্যাব (৫/২৮১) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বারর বলেন:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: **فَإِذَا وَجِبَ فَلَ تَبْكِينَ بَاكِيَةً** (যদি অবধারতি হয়ে যায়; তাহলে করন্দনকারিনী হবো না)। এখানে অবধারতি হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু। অর্থ হচ্ছে: (আল্লাহই সর্ববজ্ঞ) মৃত্যুর পর চত্বিকার ও বলিাপের কোন কিছু জায়গে নয়। তবে অশ্রু-বজিরসন ও অন্তর ভারাক্রান্ত হওয়া বধৈ হওয়ার পক্ষে সাব্যস্ত হাদিস রয়েছে এবং একদল আলমে এর পক্ষে রয়েছে।”[আল-ইসতযিকার (৩/৬৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

“মুসলমানদের উপর আবশ্যকীয় এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াব প্রাপ্তির নিয়ত করা; বলিাপ না করা, জামাকাপড় না ছড়ো, গালচে চপটোঘাত না করা ইত্যাদি। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি গালচে চপটোঘাত করে, জামাকাপড় ছড়ি এবং জাহলী যামানার আরতনাদ করে সে আমাদরে দলভুক্ত নয়।” যহেতু তিনি সহিহ হাদিসে আরও বলছেন: “আমার উম্মতের মধ্যে জাহলী যামানার চারটি বিষয় রয়েছে; যগুলো তারা ত্যাগ করবে না: আত্মগুণ নিয়ে অহংকার করা, বংশের উপর কালমিলপেন করা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা এবং মৃতের জন্য বলিাপ করা।

যহেতু তিনি আরও বলছেন: “যদি বলিাপকারিনী নারী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তাহলে তাকে এমন অবস্থায় তোলো হবে যে, তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা এবং অভ্যন্তরীণ জামা হবে (তথা চামড়া হবে) খোসপাঁচড়ার।”[সহিহ মুসলিম]

নয়ীহা (বলিাপ) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: উচ্চস্বরে মৃতের জন্য করন্দন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: “আমি প্রত্যেকে উচ্চস্বরে করন্দনকারিনী, মাথা-মুণ্ডণকারিনী ও জামা-ছলিনকারিনী থেকে মুক্ত।”। “মাথা-মুণ্ডণকারিনী” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে নারী মুসবিতের সময় মাথার চুল ফলে দেয় কথিবা টেনে তুলে ফলে। “জামা-ছলিনকারিনী” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে নারী বপিদরে সময় গায়ের জামা ছড়ি ফলে। আর “উচ্চস্বরে করন্দনকারিনী” দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে নারী মুসবিতের সময় কণ্ঠস্বরকে উঁচু করে। এর প্রত্যেকেটি অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ। তাই কোন নারী বা পুরুষের জন্য এর কোনটি করা জায়গে নয়...”[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৩/৪১৪) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্ববজ্ঞ।